মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে আনন্দবাস গ্রামের আহত সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলী মেনতা।
আজ শনিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস বাজারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ফেরদৌস আলী মেনতা তার বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেন বিজয় লাভের পর আমরা স্থানীয় নেতাকর্মী এবং সমর্থকদের সাথে নিয়ে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু করি।আনন্দ মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের সমর্থক মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে সেখানে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে অবস্থান নেয়ে তাদের কর্মীরা। আমরা মিছিলটি শান্তিপূর্ণ ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলি। মিছিলের অধিকাংশ লোকজন চলে যাওয়ার পর জিয়া বিশ্বাস আমাকে ডেকে আমার গলা চেপে ধরে এসময় জয়নাল নামের একজন হাতুড়ি ও রড দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে। জিয়া বিশ্বাস ও তার ছেলে আমাকে কিলঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়ার পর তাদের ঘরের ছাদের উপর থেকে মিছিলে অংশ নেওয়া আমাদের কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে বৃষ্টির মত ইট পাটকেল ছুড়তে থাকেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ ফায়ার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এসময় মিছিলে অংশ নেয়া অসংখ্য কর্মী জখম হয়। এখনও আমাদের লোকজন চিকিৎসাধীন আছে। পরিকল্পিত ভাবে এই সহিংসতার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেনসহ আনন্দবাস গ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার মামলায় আটক ৩

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় ৩ জন আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সকালের দিকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক জয়পুর গ্রামের চলমান মেম্বার সাকার উদ্দিনের ছেলে রমজান আলী(৫৫), আনন্দবাস গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে রানা বিশ্বাস(৪০) ও রুহুল আমিনের ছেলে মামুন(৪০)।

এদিকে আটকের পর মঙ্গলবার দুপুরে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন,নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় মামলার ভিত্তিতে আমরা এ পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছি, বাকিদেরও আটকের চেষ্টা চলছে। এছাড়া আর যেন কোন সহিংসতা না ঘটে সেই লক্ষ্যে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে মেহেরপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল শুরু করে। মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মিছিলের মধ্যে থেকে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে চড় থাপ্পড় মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনরা। ছাদের উপর থেকে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিশোটা নিয়ে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার পক্ষের ১৮ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন কর্মী-সমর্থক আহত হয়।

এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাব হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসসহ মোট ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলার ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সকালের দিকে

আনন্দবাস ও জয়পুর গ্রাম থেকে তিন জনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মেহেরপুরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা: দু’ পক্ষের ২১ জন আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় আনন্দবাস গ্রামে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের কর্মী সমর্থকদের হমালায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন ১৮ কর্মী আহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয় পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন নেতা-কর্মী।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ঐ গ্রামের জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেরা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, আনন্দবাস গ্রামের কিয়ামত আলীর ছেলে সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদোস আলী (৫০), আল মাজুল মোল্লার ছেলে আকাশ (২৫), মৃত বক্স বিশ্বাসেট ছেলে টুকু বিশ্বাস (৪০), সিরাজুল ইসলামের ছেলে হাসিব (১৩), আলতাব হোসেনের ছেলে অন্তর (১৬), ফজলু মোল্লার ছেলে আব্দুল হামিদ (৩২), মৃত জিরোত আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৪৫), মৃত ওসমানের ছেলে আয়াত আলী (৪৫), নঈমুদ্দীন মোল্লার ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৫৯), আয়ূব হোসেনের ছেলে নাহিদুল ইসলাম (৩৫) ওয়াজ কুরুনির ছেলে পিয়াস (২৫), মৃত শওকত আলীর ছেলে আলী ইয়াছিন (৫০) সহ আরো ৬ জন।

প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে মেহেরপুর-১ আসনে নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল শুরু করে। মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে মিছিলের মধ্যে থেকে পরাজিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক কর্মীকে চড় থাপ্পড় মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনরা। ছাদের উপর থেকে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ঘটনার এক

পর্যায়ে তারা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিশোটা নিয়ে নৌকার কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালায়। এতে নৌকার পক্ষের ১৮ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর তিন কর্মী-সমর্থক আহত হয়।

স্থানরীয়রা তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলীসহ তিন কর্মীর অবস্থা গুরুতর হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত্ব জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল। উভয় পক্ষের নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়ে করা হয়েছে। কেউ মামলা করলে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি।

ঝিনাইদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা; হামলা-ভাংচুর ও লুটপাট, আহত ১৬

ঝিনাইদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় অর্ধশত বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। করা হয়েছে লুটপাট। এ ঘটনায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ১৬ জন।

আজ সোমবার (৮জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী, হীরাডাঙ্গা ও সুরাপাড়া গ্রামে ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া, শিতলী, বেড়বিন্নী ও চটকাবাড়ীয়াসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে এঘটনা ঘটে। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল নির্বাচিত হন। ফলাফল ঘোষণার পর হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে